আমাদের লক্ষ্য
অবৈধ সংযোগ মুক্ত গ্যাস বিতরণ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

মুজিব শতবর্ষ

নম্বর-২৮.০২.০০০০.০১২.০১.১০১.২০(অংশ)/৮৩৭ তারিখঃ ২৯/১১/২০২১

বিষয়ঃ পেট্রোবাংলা এর গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১ সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ প্রদান সংক্রান্ত "পেট্রোবাংলা-এর গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১" আপনার সদয় অবগতি এবং প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(রুচিরা ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
২। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলা, ঢাকা
৩। মহাব্যবস্থাপক (হিসাব), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৪। মহাব্যবস্থাপক (ইঞ্জিনিয়ারিং), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৫। মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা কৌশল), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (এম ইএন্ড আই), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৮। মহাব্যবস্থাপক (সেবা), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৯। মহাব্যবস্থাপক (প্লানিং এন্ড মনিটরিং), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
১০। মহাব্যবস্থাপক (অনুসন্ধান ও সমীক্ষা), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
১১। মহাব্যবস্থাপক (মাইন অপারেশন), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
১২। মহাব্যবস্থাপক (প্রোডাকশন এন্ড মার্কেটিং), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
১৩। মহাব্যবস্থাপক (কন্ট্রাক্ট), পেট্রোবাংলা, ঢাকা
১৪। মহাব্যবস্থাপক (রিজার্ভয়ার এন্ড ডাটা ম্যানেজমেন্ট), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
১৫। মহাব্যবস্থাপক (এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি ডিভিশন), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
১৬। মহাব্যবস্থাপক (অর্থ), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
১৭। মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
১৮। মহাব্যবস্থাপক (ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
১৯। মহাব্যবস্থাপক (এক্সপ্লোরেশন ডিভিশন), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
২০। মহাব্যবস্থাপক (ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রোডাকশন ডিভিশন), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
২১। উপ-মহাব্যবস্থাপক (এমআইএস), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
২২। উপ-মহাব্যবস্থাপক (বোর্ড), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
২৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক (সিএমএ), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
২৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
২৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভিজিল্যান্স), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
২৬। ব্যবস্থাপক (নির্মাণ সেল), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
২৭। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচি, চেয়ারম্যান শাখা, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
২৮। ব্যবস্থাপক (ইনফরমেশন টেকনোলজি), পেট্রোবাংলা, ঢাকা। (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
২৯। ব্যবস্থাপক (চিকিৎসা), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৩০। সহকারী ব্যবস্থাপক (সমন্বয়) পরিচালক (প্রশাসন) পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৩১। পি এ টু পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স) পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৩২। পি এ টু পরিচালক পরিচালক (পিএসসি) পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৩৩। পি এ টু পরিচালক পরিচালক (পরিকল্পনা) পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৩৪। পি এ টু পরিচালক পরিচালক (অর্থ) পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৩৫। অফিস কপি।

পেট্রোবাংলা পরিচালনা বোর্ডের ২১/১০/২০২১ তারিখে
অনুষ্ঠিত ৫৪৭তম সভার কার্যবিবরণী হতে উদ্ধৃত।

দফা-৩২২০/৫৪৭/২০২১:

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ নীতিমালা সংশোধনপূর্বক একটি যুগোপযোগী/হালনাগাদ নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য সংস্থার অফিস আদেশ নং-২৮.০২.০০০০.০১২.১০.০০১.২০(অংশ).৮১১, তারিখঃ ২৮/৯/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে পেট্রোবাংলা বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটি কর্তৃক আরও যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা পূর্বক প্রণীত "পেট্রোবাংলা-এর গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১" শীর্ষক খসড়া নীতিমালাটি অনুমোদন।

১.০০। উপস্থাপনঃ উপর্যুক্ত বিষয়ের কার্যপত্র সংস্থার সংস্থাপন বিভাগ হতে অদ্যকার বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং পাঠ করা হয়।

২.০০। আলোচনাঃ

২.০১। আলোচ্য বিষয়ের সার-সংক্ষেপ ও প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বিষয়ে বোর্ডকে অবহিত করা হয় যে, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর গৃহ নির্মান ঋণ/ অগ্রীম নীতিমালা সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী/হালনাগাদ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সংস্থার অফিস আদেশ নম্বর-২৮.০২.০০০০.০১১.৩৭.০৫৪.২০.১৯; তারিখ:০১/১০/২০২০ খ্রি. এর মাধ্যমে জনাব মহ: নজরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (এফএসডি), পেট্রোবাংলাকে আহ্বায়ক করে ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত কমিটি কর্তৃক এতদবিষয়ে "পেট্রোবাংলার গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১" দাখিল করা হয় (আলোচ্য কার্যপত্রের সংযুক্তি-২)। উক্ত দাখিলকৃত প্রস্তাবিত নীতিমালাটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার পরিচালনা বোর্ডের ২৩/৫/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৪২তম সভায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "পেট্রোবাংলার গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১" শীর্ষক নীতিমালাটি আরও যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পুনরায় পরিচালক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলাকে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক ১৪/০৯/২০২১ তারিখে এতদবিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হয় (আলোচ্য কার্যপত্রের সংযুক্তি-৫)। উক্ত দাখিলকৃত প্রস্তাবিত নীতিমালাটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার পরিচালনা বোর্ডের ২১/৯/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৪৬তম সভায় পুনরায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, "পেট্রোবাংলার গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১" শীর্ষক নীতিমালাটি আরও যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পুনরায় বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটিকে সংস্থার ২৮/৯/২০২১ তারিখের স্মারকের মাধ্যমে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং উক্ত কমিটি এতদবিষয়ে ১৪/০৯/২০২১ তারিখে দাখিলকৃত প্রস্তাবিত নীতিমালায় কিছু সংশোধন আনয়ন করে ১৭/১০/২০২১ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে (আলোচ্য কার্যপত্রের সংযুক্তি-৮)। উক্ত কমিটির প্রতিবেদনে নিম্নরূপ সুপারিশ করা হয়:

> "পেট্রোবাংলার ১৭/৬/২০২১ তারিখের অফিস আদেশের মাধ্যমে গঠিত বোর্ড কমিটি দাখিলকৃত ১৪/৯/২০২১ তারিখের প্রতিবেদন ও পরবর্তীতে ৫৪৬তম বোর্ড সভায় উপস্থাপিত "পেট্রোবাংলা-এর গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১" সংস্থার ২৮/৯/২০২১ তারিখের স্মারক অনুযায়ী কমিটি কর্তৃক সংশোধিত প্রণীত নীতিমালাটি যুগোপযোগী ও যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হওয়ায় পেট্রোবাংলা বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত নীতিমালাটি অনুমোদন করা যেতে পারে।"

উক্ত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে, পেট্রোবাংলার বিদ্যমান গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা, প্রস্তাবিত নীতিমালা পিডিবি-এর নীতিমালা ও সরকারের নীতিমালা তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা/বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক	বিবরণ	বিদ্যমান নীতিমালা	প্রস্তাবিত নীতিমালা	পিডিবি-এর নীতিমালা	সরকারি নীতিমালা	মন্তব্য
		বিওজিএমসি এর গৃহ নির্মান অগ্রিম নিয়মবিধি	পেট্রোবাংলার গৃহ নির্মান ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মান ঋণ প্রদান নীতিমালা	সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা	
০১	গৃহ নির্মাণ ঋণ-এর সংজ্ঞা	নাই	জমি ক্রয় এবং উহাতে গৃহনির্মাণ, তৈরিকৃত বাড়ি ক্রয় ও ফ্ল্যাট ক্রয়, নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে	বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য একক ঋণ, জমি ক্রয়সহ	পিডিবি'র ন্যায়	

ক্রমিক	বিবরণ	বিদ্যমান নীতিমালা	প্রস্তাবিত নীতিমালা	পিডিবি-এর নীতিমালা	সরকারি নীতিমালা	মন্তব্য
		বিওজিএমসি এর গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নিয়মবিধি	পেট্রোবাংলার গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মান ঋণ প্রদান নীতিমালা	সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা	
			গৃহনির্মাণ, নিজস্ব মালিকানাধীন বাড়ি সংস্কার, বর্ধিতকরণ, মেরামত ও পুনঃনির্মাণ, জমি ক্রয়সহ বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ। [অনুচ্ছেদ: ২ (ছ)]	বাড়ী (আবাসিক) নির্মাণের জন্য গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ, জমিসহ তৈরি বাড়ী ক্রয়ের জন্য একক ঋণ এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ঋণকে বুঝাবে।		
০২	ঋণ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকুরিকাল	চাকুরিকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে ন্যূনতম ০৭ (সাত) বছর হতে হবে। [২৯/১০/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯৪তম বোর্ড সভায় সংশোধিত]	চাকুরিকাল ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর হতে হবে। [অনুচ্ছেদ: ৩ (খ)]	চাকুরিকাল ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর হতে হবে।	সরকারি কর্মচারীর চাকুরি স্থায়ী হতে হবে অর্থাৎ ২ (দুই) বছর।	
০৩	ঋণ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ বয়স	৫৬ (ছাপ্পান্ন) বছর [২৬/২/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৩০তম বোর্ড সভায় সংশোধিত]	৫৬ (ছাপ্পান্ন) বছর [অনুচ্ছেদ: ৩ (গ)]	৫৮ (আটান্ন) বছর	৫৮ (আটান্ন) বছর	
০৪	চাকুরীর ধরণ	নিয়মিত অফিসার ও কর্মচারী [০৪/৪/১৯৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৯তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত]	স্থায়ী [অনুচ্ছেদ: ৩ (ক)]	স্থায়ী	স্থায়ী	
০৫	করপোরেশনের স্থায়ী কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্যদের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ	উল্লেখ নাই	পেট্রোবাংলার চাকুরিতে চুক্তিভিত্তিক, খন্ডকালীন, প্রেষণে কর্মরত ও অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত কোন কর্মচারী এই নীতিমালার আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। [অনুচ্ছেদ: ৩ (ঙ)]	পেট্রোবাংলার প্রস্তাবের অনুরূপ	পেট্রোবাংলার প্রস্তাবের অনুরূপ	
০৬	স্বামী ও স্ত্রী কর্মচারীর ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্যতা	যদি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে করপোরেশনের অফিসার/কর্মচারী হন সেইক্ষেত্রে যে কোন একজন গৃহ নির্মাণ অগ্রীমের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। [০৪/৪/১৯৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৯তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত]	বিয়োজন করা হয়েছে	নাই	নাই	
০৭	ঋণ প্রদানের এলাকা	শুধুমাত্র মেট্রোপলিটন, পৌর এলাকা এবং উপজেলা সদর এলাকাধীন (HQ) বসতবাড়ী তৈরীরীর উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় অথবা গৃহ নির্মাণের জন্য [০৪/৪/১৯৮৮ তারিখে	দেশের যে কোন এলাকায় গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে এ ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন; [অনুচ্ছেদ: ৪ (ক)]	দেশের যে কোন এলাকায় গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন;	দেশের যে কোন এলাকায় গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন;	ঋণ প্রদানের এলাকা

ক্রমিক	বিবরণ	বিদ্যমান নীতিমালা	প্রস্তাবিত নীতিমালা	পিডিবি-এর নীতিমালা	সরকারি নীতিমালা	মন্তব্য
		বিওজিএমসি এর গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নিয়মাবিধি	পেট্রোবাংলার গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মান ঋণ প্রদান নীতিমালা	সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা	
		অনুষ্ঠিত ৫৯তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত]				
০৮	তহবিলের উৎস	নাই	পেট্রোবাংলা নিজস্ব তহবিলের বরাদ্দকৃত বাজেট হতে কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। [অনুচ্ছেদ:৫]	বাবিউবো'র কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মালিকানাধীন তফসিলী ব্যাংকসমূহ এবং বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। বাবিউবো অন্য যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগ করতে পারবে এবং তারা হিসেবে নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।	সরকারী কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মালিকানাধীন তফসিলী ব্যাংকসমূহ এবং বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সরকার অন্য যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগ করতে পারবে এবং তারা হিসেবে নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।	
০৯	ঋণের পরিমাণ	১৫০ (একশত পঞ্চাশ) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত [১৭/৯/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯৩তম বোর্ড সভায় সংশোধিত]	ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) মাসের মূল বেতন অথবা ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা, যা কম। [অনুচ্ছেদ:৬.১(গ)]	সর্বোচ্চ ৭৫ (পঁচাত্তর) লক্ষ, সর্বনিম্ন ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) লক্ষ।	সর্বোচ্চ ৭৫ (পঁচাত্তর) লক্ষ, সর্বনিম্ন ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) লক্ষ।	
১০	মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণের কিস্তি	গৃহ নির্মাণ অগ্রীম ২টি সমান কিস্তিতে প্রদান [০৪/৪/১৯৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৯তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত]	-গৃহ নির্মাণ কাজের ওপর ভিত্তি করে মঞ্জুরীকৃত ঋণ সর্বোচ্চ ২ (দুই) টি কিস্তিতে বিতরণ; - সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাট অথবা জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড দলিলসাপেক্ষ সম্পন্ন করার সময় বাড়ীর নির্ধারিত মূল্যের ৫০% এবং রেজিস্ট্রেশনের সময় অবশিষ্ট অর্থ প্রদান [অনুচ্ছেদ:৬.১(ট)]	-গৃহ নির্মাণ কাজের ওপর ভিত্তি করে মঞ্জুরীকৃত ঋণ সর্বোচ্চ ৪ (চার) টি কিস্তিতে বিতরণ; - সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাট অথবা জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমুদয় ঋণ ১ (এক) কিস্তিতে প্রদান	-গৃহ নির্মাণ কাজের ওপর ভিত্তি করে মঞ্জুরীকৃত ঋণ সর্বোচ্চ ৪ (চার) টি কিস্তিতে বিতরণ; - সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাট অথবা জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমুদয় ঋণ ১ (এক) কিস্তিতে প্রদান	

১১	সুদ হার	ঋণ গ্রহীতা ব্যাংক রেট অর্থাৎ তৎকালিন ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে সুদ প্রদান করবে। [০২/৬/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৯৯তম বোর্ড সভায় সংশোধিত]	ঋণ গ্রহীতা বার্ষিক ৪% (চার শতাংশ) (ব্যাংক রেট) সরল সার্ভিস চার্জ বহন করবে এবং সময়ে সময়ে পরিবর্তিত ব্যাংক রেট প্রযোজ্য হবে। [অনুচ্ছেদ:৬.২(খ)]	গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান কার্যক্রম ৯% সুদে বাস্তবায়িত, যার মধ্যে ঋণ গ্রহিতা ব্যাংক রেটের সমহারে অর্থাৎ বর্তমান ৪% সুদ বহন করবে এবং পিডিবি ৫% সুদ ভর্তুকি হিসাবে প্রদান করবে।	সরকারি কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ১০%। ঋণ গ্রহীতা কর্মচারী ব্যাংক রেটের সমহারে অর্থাৎ বর্তমানে ৪% সুদ পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট অর্থ সরকার ভর্তুকি হিসাবে বহন করবে।	
১২	ঋণের মেয়াদকাল	ঋণের আসল ১৬০ টি সমান কিস্তিতে এবং সুদ ৬০ টি সমান কিস্তিতে আদায়। [১৭/৯/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯৩তম বোর্ড সভায় সংশোধিত]	ঋণের মূল অর্থ ২০০ (দুইশত) টি মাসিক সমকিস্তিতে এবং অর্জিত সুদ ১০০ (একশত) টি মাসিক সমকিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। [অনুচ্ছেদ:৬.৩(ক) (১)]	সর্বোচ্চ ২০ বছর অর্থাৎ ২৪০ মাস।	সর্বোচ্চ ২০ বছর অর্থাৎ ২৪০ মাস।	
১৩	ঋণের আদায় পদ্ধতি	-অগ্রীমের টাকা ১ম কিস্তি গ্রহণের পর ১৩তম মাস হতে পরিশোধের জন্য কর্তন শুরু হবে। -মূল অগ্রীমের অংক সম্পূর্ণ পরিশোধের পরবর্তী মাস হতে সুদের অর্থ আদায় শুরু হবে। [০৪/৪/১৯৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৯তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত]	গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির ঋণের অর্থ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর পর এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক মাসিক ঋণ পরিশোধ আরম্ভ হবে। [অনুচ্ছেদ:৬.৩(ক) (৫)]	পেট্রোবাংলার প্রস্তাবের অনুরূপ	পেট্রোবাংলার প্রস্তাবের অনুরূপ	
১৪	ঋণের কিস্তির অর্থ কর্তনের পর মাসিক প্রদেয় বেতন	গৃহনির্মাণ ঋণ/জমি ক্রয় ঋণ/ফ্ল্যাট ক্রয় প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নীট প্রাপ্ত বেতন অবশ্যই এক তৃতীয়াংশ থাকতে হবে। [০২/৬/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৯৯তম বোর্ড সভায় অন্তর্ভুক্ত]	ঋণের কিস্তি কর্তনের পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মূল বেতনের ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) অবশিষ্ট থাকা আবশ্যক। [অনুচ্ছেদ:৪ (চ)]	নাই	নাই	
১৫	ঋণ গ্রহণ সংখ্যা	গৃহনির্মাণ ঋণ/জমি ক্রয় ঋণ/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে উক্ত খাতে পূর্বের গৃহীত ঋণের অর্থ সুদসহ পরিশোধ সাপেক্ষে এবং নতুন কোন আবেদনকারী না থাকলে তৃতীয়বার ঋণ/অগ্রীম প্রদান [১৬/৪/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৫১তম বোর্ড সভায় সংশোধন]	ঋণ গ্রহণ সংখ্যা বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ৩ (তিন) বার এবং প্রস্তাবিত নীতিমালা অনুযায়ী ০৪ (চার) বার প্রস্তাব করা হয়েছিল। উহা পরিবর্তন করে পদোন্নতি, উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তি অথবা গৃহনির্মাণ ঋনের সিলিং বৃদ্ধির কারণে পূর্বে গৃহীত ঋণের সুদ/সার্ভিস চার্জসহ অবশিষ্ট অর্থ সমন্বয় সাপেক্ষে অতিরিক্ত প্রাপ্য ঋণের অর্থ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে-অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ:৬.১ (চ)]	নাই	নাই	

২.০২। কমিটি কর্তৃক প্রণীত নীতিমালাটি নিম্নরূপ:

"১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:

১.১। এই নীতিমালা "পেট্রোবাংলা-এর গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১" নামে অভিহিত হবে।

১.২। এ নীতিমালা ------/----/২০২১ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা:

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়-

(ক) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই নীতিমালার অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে করপোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা ;

(খ) "ঋণ গ্রহিতা" অর্থ পেট্রোবাংলার বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত কর্মচারী যারা এ নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন ;

(গ) "করপোরেশন" অর্থ The Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXI of 1985) এবং The Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation (Amendment) Act, 1989 (Act No. XI of 1989) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা);

(ঘ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই নীতিমালার অধীন নির্দিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষ;

(ঙ) "কর্মচারী" বলতে পেট্রোবাংলার স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বুঝাবে;

(চ) "ক্রয়" বলতে স্থায়ীভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর ছাড়াও সরকারি সংস্থা হতে গৃহ নির্মাণের জন্য লীজ গ্রহণকেও বুঝাবে।

(ছ) "গৃহ নির্মাণ ঋণ" অর্থ জমি ক্রয় এবং উহাতে গৃহনির্মাণ, তৈরিকৃত বাড়ি ক্রয় ও ফ্ল্যাট ক্রয়, নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে গৃহনির্মাণ, নিজস্ব মালিকানাধীন বাড়ি সংস্কার, বর্ধিতকরণ, মেরামত ও পুনঃনির্মাণ, জমি ক্রয়সহ বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য গুপভিত্তিক ঋণ।

(জ)"পরিচালনা পর্ষদ" অর্থ করপোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ ;

(ঝ) "বেতন " অর্থ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন-এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এ বর্ণিত বেতন;

৩। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

(ক) গৃহ নির্মাণ ঋণের জন্য আবেদনকারীর পেট্রোবাংলা-এ চাকুরি স্থায়ী হতে হবে;

(খ) পেট্রোবাংলায় চাকুরির কাল ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর হতে হবে;

(গ) ঋণ প্রাপ্তির জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ৫৬ (ছাপ্পান্ন) বছর ;

(ঘ) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু এবং দুর্নীতি মামলার ক্ষেত্রে চার্জশীট দাখিল হলে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ নীতিমালার আওতায় ঋণ গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না ;

(ঙ) পেট্রোবাংলার চাকুরিতে চুক্তিভিত্তিক, খন্ডকালীন, প্রেষণে কর্মরত ও অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত কোন কর্মচারী এই নীতিমালার আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না ;

(চ) পেট্রোবাংলার অধীন বিভিন্ন কোম্পানিতে পেট্রোবাংলার কোন কর্মচারী প্রেষণে কর্মরত থাকলে পেট্রোবাংলায় প্রত্যাবর্তনের পর উক্ত কর্মচারী এ নীতিমালার আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এছাড়া, পেট্রোবাংলার কোন কর্মচারী লিয়েনে/শিক্ষাছুটিতে থাকলেও উক্ত কর্মচারী পেট্রোবাংলায় প্রত্যাবর্তনের পর ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৪। ঋণ প্রাপ্তির শর্ত:

(ক) এ নীতিমালার আওতায় পেট্রোবাংলার একজন কর্মচারী সংস্থা থেকে দেশের যে কোন এলাকায় গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে এ ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন;

(খ) ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ভূমি বা ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হতে হবে ;

(গ) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাটের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা কর্তৃক নির্মাণকৃত ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তৈরি ফ্ল্যাটের শর্ত শিথিল করা যাবে ;

(ঘ) সরকারি সংস্থা কর্তৃক নির্মাণাধীন/নির্মিতব্য ফ্ল্যাটের বরাদ্দপত্রের বিপরীতে সংস্থার কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুর করতে পারবে। অনুমোদিত ঋণের নিরাপত্তার (Security) স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ঋণ আবেদনকারীর পেনশনের আনুতোষিক হতে সংস্থার অগ্রিমোধিত পাওনা সমন্বয় করার ক্ষমতা প্রদান করে সংস্থার অনুকূলে আবেদনকারী/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উপযুক্ত মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ক্ষমতা অর্পণপত্র প্রদান করতে হবে;

(ঙ) কোন কর্মচারী ইতিপূর্বে (এ নীতিমালা জারির পূর্বে) পেট্রোবাংলা হতে জমিক্রয়/গৃহ নির্মাণ ঋন গ্রহণ করে থাকলে তা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে হিসাব বিভাগ, পেট্রোবাংলা, ঢাকা এর ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে এ ঋণ গ্রহনের আবেদন করতে পারবেন;

(চ) ঋণের কিস্তি কর্তনের পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বেতনের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) অবশিষ্ট থাকা আবশ্যক। তবে, করপোরেশনের কোয়ার্টারে বসবাসরত কর্মচারীদের বাড়ী ভাড়া ভাতা অন্তর্ভূক্তপূর্বক মোট বেতন হিসাব করে উক্ত ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) নির্ধারণযোগ্য;

(ছ) গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহণের জন্য পেট্রোবাংলার সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে ।

৫। তহবিলের উৎস:

পেট্রোবাংলা নিজস্ব তহবিলের বরাদ্দকৃত বাজেট হতে কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৬। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

৬.১ ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ:

(ক) গ্রাহক নির্বাচন:

ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে এতদবিষয়ে গঠিত কমিটি এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা, অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত ঋণ প্রাপ্তির শর্তাবলীর আলোকে অনুচ্ছেদ ৬.১ (গ)-এর অনুরূপ সিলিং এ ঋণের পরিমাণ অনুমোদন করবে।

(খ)। ঋণ মঞ্জুরী প্রক্রিয়াকরণ:

(১) পেট্রোবাংলার সংস্থাপন বিভাগ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণ করবে। এ ক্ষেত্রে নিজস্ব গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত যথাযথ পদ্ধতি (Due Diligence) অনুসরণ করে পেট্রোবাংলার কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রক্রিয়াকরণ করবে।

(২) প্রত্যেক কর্মচারী ঋণ গ্রহণের জন্য নির্ধারিত ফরমে (আলোচ্য কার্যপত্রের সংযুক্তি-০১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংস্থাপন বিভাগে আবেদন প্রেরণ করবেন। সংস্থাপন বিভাগ উক্ত আবেদন নিম্নেবর্ণিত কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের পর ঋণ মঞ্জুরীর সুপারিশ কমিটির নিকট প্রেরণ করবে;

ক্রমিক নং	পদবী	মন্তব্য
১।	মহাব্যবস্থাপক (হিসাব), পেট্রোবাংলা	আহবায়ক
২।	উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ), পেট্রোবাংলা	সদস্য
৩।	ব্যবস্থাপক (পে-রোল), হিসাব	সদস্য
৪।	ব্যবস্থাপক (নির্মাণ সেল), নির্মাণ	সদস্য
৫।	ব্যবস্থাপক (আইন), আইন শাখা	সদস্য
৬।	উপ-মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন), সংস্থাপন	সদস্য-সচিব

(৩) ঋণ প্রদানের যাচাই-বাছাই কমিটি হতে প্রাপ্ত ঋণের আবেদনসমূহ নিম্নেবর্ণিত ঋণ মঞ্জুরী সুপারিশকারী কমিটি কর্তৃক প্রাপ্যতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত আবেদনসমূহ পরিচালক (অর্থ) এর সম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলার অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হবে;

ক্রমিক নং	পদবী	মন্তব্য
১।	পরিচালক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলা	আহবায়ক
২।	মহাব্যবস্থাপক (অর্থ),পেট্রোবাংলা	সদস্য
৩।	মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা),পেট্রোবাংলা	সদস্য
৪।	মহাব্যবস্থাপক (অনুসন্ধান ও সমীক্ষা), পেট্রোবাংলা	সদস্য
৫।	সভাপতি, পেট্রোবাংলা অফিসার্স এসোসিয়েসন	সদস্য
৬।	সভাপতি, পেট্রোবাংলা কর্মচারী ইউনিয়ন	সদস্য
৭।	মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন), সংস্থাপন	সদস্য-সচিব

(গ) ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং:

ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) মাসের মূলবেতন অথবা ৬০.০০ (ষাট) লক্ষ টাকা, যা কম।

(ঘ) ঋণের সার্ভিস চার্জ:

(১) ঋণ গ্রহিতা ব্যাংক রেটের সমহারে অর্থাৎ বর্তমানে ৪% (চার) সার্ভিস চার্জ বহন করবে এবং সময়ে সময়ে পরিবর্তিত ব্যাংক রেট প্রযোজ্য হবে;

(২) সার্ভিস চার্জ এর ওপর কোন চার্জ আদায় করা হবে না ;

(৩) পেট্রোবাংলা সময়ে সময়ে উপরোক্ত হার পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে। তবে পুনঃ নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ ব্যাংক রেটের বেশি হবে না।

(ঙ) ফি:

ঋণ গ্রহিতাকে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির জন্য প্রসেসিং ফি' অথবা আগাম ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অতিরিক্ত ফি' প্রদান করতে হবে না।

(চ) ঋণ গ্রহণ সংখ্যা:

যদি গৃহনির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থাকে বা নির্মিত/নির্মাণাধীন গৃহের নবসজ্জা/সম্প্রসারণ/মেরামত/পুনঃনির্মাণ/ফ্ল্যাট সংস্কার ও বাসোপযোগী করার জন্য এ অতিরিক্ত ঋণের প্রয়োজন হয়, তবে কোন কর্মচারী পদোন্নতি, উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তি অথবা গৃহনির্মাণ ঋনের সিলিং বৃদ্ধির কারণে পূর্বে গৃহীত ঋণের সুদ/সার্ভিস চার্জসহ অবশিষ্ট অর্থ সমন্বয় সাপেক্ষে তাকে অতিরিক্ত প্রাপ্য ঋণের অর্থ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে। সেক্ষেত্রে, যে সকল কর্মচারী পূর্বে গৃহনির্মাণ অগ্রিম/ঋণ গ্রহণ করেনি তাদের আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করার পর সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের বাজেটে অর্থ থাকা সাপেক্ষে পুনরায় যারা আবেদন করেছেন তাদের আবেদন বিবেচনা করা যাবে। তবে, এভাবে প্রদেয় ঋণ একজন কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য সর্বোচ্চ ঋণসীমা অতিক্রম করতে পারবে না।

(ছ) সম্পত্তি বন্ধকীকরণ:

(১) গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের পূর্বে যে সম্পত্তিতে ঋণ প্রদান করা হবে তা পেট্রোবাংলা বরাবর দলিলমূলে বন্ধক প্রদান করতে হবে;

(২) বাস্তুভিটাতে বাড়ি করার ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার মালিকানাধীন অপর কোন সম্পত্তি বন্ধক প্রদান করা যাবে।

(জ) তৈরিকৃত বাড়ি/জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান পদ্ধতি:

(১) কোন কর্মচারী নীতিমালার ৪(ক) এ উল্লিখিত অঞ্চলভেদে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে বাড়ি বা জমিক্রয় করলে বিক্রয়কারী সংস্থার অনুমোদিত অথবা সিটি করপোরেশন অথবা স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রতিনিধি কর্তৃক প্রত্যায়িত ক্রয়মূল্য ঋণ হিসেবে প্রদান করা যাবে।

(২) কেবলমাত্র অগ্রিম অনুমোদনপ্রাপ্ত কর্মচারী নিজের আবাসিক প্রয়োজন মিটানোর জন্যই এইরূপ ঋণ প্রদান করা হবে।

(ঝ) গ্যারান্টি:

(১) কোন কর্মচারীর জমি ক্রয়ের নিমিত্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ করপোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত হলে উক্ত কর্মচারীকে করপোরেশনের ০২ (দুই) জন স্থায়ী কর্মচারীর নিকট হতে গ্যারান্টি গ্রহণ করতে হবে। তবে গ্যারান্টরকে অবশ্যই ঋণগ্রহীতার সম বা তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী হতে হবে।

(২) গ্রুপ ভিত্তিক জমি ক্রয়ের জন্য প্রত্যেক ঋণগ্রহিতা/কর্মচারী একে অপরের গ্যারেন্টর বলে বিবেচিত হবে।

(ঞ) জমি এবং বাড়ীর দলিলাদি হিসাব বিভাগে সংরক্ষণ:

(১) এই ঋণের প্রথম কিস্তির টাকা গ্রহণের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে অবশ্যই করপোরেশনের অনুকূলে জমির দলিলাদি ও অন্যান্য কাগজপত্র হিসাব বিভাগে জমা প্রদান করতে হবে। ইতোপূর্বে উক্ত দলিলাদি জমা প্রদান করা হয়ে থাকলে তা পুনরায় জমা প্রদান করতে হবে না। তবে, বর্ধিত অংকের সাথে সমন্বয়ের জন্য পূর্বের চুক্তি অবমুক্ত করে পুনরায় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;

(২) সার্ভিস চার্জ অথবা অন্যান্য চার্জসহ গৃহিত ঋণের টাকা সমুদয় পরিশোধ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সম্পাদিত চুক্তিনামা ও দলিল অবমুক্ত করা যাবে।

(ট) মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণের কিস্তি:

(১) গৃহ নির্মাণ কাজের ওপর ভিত্তি করে মঞ্জুরীকৃত ঋণ সর্বোচ্চ ২ (দুই) টি কিস্তিতে বিতরণযোগ্য হবে, যা করপোরেশন এবং গ্রাহক পর্যায়ে চূড়ান্ত করা যাবে ;

(২) সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাট অথবা জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমুদয় ঋণ রেজিস্টার্ড বায়নানামা সম্পন্ন করাকালীন বাড়ি বিক্রেতাকে প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত বাড়ীর নির্ধারিত মূল্যের কেবল মাত্র ৫০% টাকা প্রদান করা হবে এবং বাকী টাকা রেজিস্ট্রেশনের সময়ে প্রদান করা হবে।

৬.২। ঋণের হিসাবায়ন পদ্ধতি:

(ক) হিসাব বিভাগ কর্মচারী কর্তৃক প্রদেয় আসল ও সার্ভিস চার্জ পৃথকভাবে প্রদর্শনপূর্বক ঋণ পরিশোধের সিডিউল প্রস্তুত করবে;

(খ) ঋণ গ্রহিতাগণকে আসল টাকার ওপর ব্যাংক রেট, যা বর্তমানে বার্ষিক ৪% (চার শতাংশ) হারে সরল সার্ভিস চার্জে ঋণ প্রদান করবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জের ওপর কোন চার্জ আরোপ করা হবে না। এছাড়া সময় সময় ব্যাংক রেট পরিবর্তন হলে, তা ঋণ এর জন্য প্রযোজ্য হবে।

(গ) অনিবার্য কারণবশত মাসিক কিস্তি পরিশোধে বিলম্ব হলে, বিলম্বের জন্য আরোপযোগ্য সার্ভিস চার্জ শেষ কিস্তির সাথে যুক্ত হবে।

৬.৩। ঋণের মেয়াদকাল ও আদায় পদ্ধতি:

(ক) ঋণ পরিশোধের মেয়াদ:

(১) কোন কর্মচারী কর্তৃক নীতিমালার অধীন গৃহিত ঋণের মূল অর্থ ২০০ (দুইশত) টি সম মাসিক কিস্তিতে এবং সার্ভিস চার্জ ১০০ (একশত) টি সম মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। যদি এরপরও কারো অবশিষ্ট থাকে তা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চূড়ান্ত হিসাবের সাথে সমন্বয় করা হবে।

(২) এ নীতিমালার ৯ ৬.১ (গ)-এর অধীন প্রদত্ত মূল ঋণের অপরিশোধিত অংকের সাথে অতিরিক্ত ঋণের অংক একীভূতপূর্বক নির্ধারিত পরিশোধযোগ্য সময়ের মধ্যে মাসিক সমকিস্তিতে সকল ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

(৩) তৈরি ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের জন্য বর্ধিত গৃহনির্মাণ ঋণ এক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে।

(৪) গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির ঋণের অর্থ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর পর এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক মাসিক ঋণ পরিশোধ আরম্ভ হবে।

(খ) ঋণের মাসিক কিস্তি আদায় পদ্ধতি:

(১) ঋণের কিস্তি ঋণ গ্রহিতার বেতন হিসাব হতে ঋণের মেয়াদকাল পর্যন্ত মাসিক ভিত্তিতে কর্তন করা হবে ;

(২) ঋণ গ্রহিতার বেতন হিসাব হতে প্রতি মাসে বেতন/ভাতা থেকে ঋণের কিস্তি কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থ ঋণ গ্রহিতার ব্যাংক হিসাবে হিসাব বিভাগ কর্তৃক প্রেরণ করা হবে ;

(৩) ঋণ গ্রহিতা যদি অন্যত্র বদলি হয়ে যান তাহলে তার সর্বশেষ বেতন সনদে গৃহ নির্মাণ ঋণের কিস্তি কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আদায় করে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করবে ;

(৪) অবসর গ্রহণের পর ঋণের কিস্তি অপরিশোধিত থাকলে তা সংস্থা ভবিষ্য তহবিল ও পেনশনের আনুতোষিক থেকে সমন্বয় করবে;

(৫) অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর পেনশনের আনুতোষিক অর্থ দ্বারা ঋণ সমন্বয় করা সম্ভব না হলে পেনশনের টাকা হতে ঋণের অর্থ আদায়যোগ্য হবে।

(গ) স্বেচ্ছায় অবসর, চাকুরিচ্যুতি বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের ক্ষেত্রে আদায় পদ্ধতি:

কোন কর্মচারী স্বেচ্ছায় চাকুরি ত্যাগ করলে অথবা পেট্রোবাংলা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান/চাকুরি হতে বরখাস্ত/চাকুরিচ্যুত করা হলে আদেশ জারির তারিখ হতে ঋণের অপরিশোধিত অর্থ (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পেনশন সুবিধা/আনুতোষিক/ভবিষ্যৎ তহবিল হতে আদায় করা হবে।

(ঘ) ঋণ গ্রহিতার মৃত্যু হলে আদায় পদ্ধতি:

(১) কোন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে সে ক্ষেত্রে তার পারিবারিক পেনশন দ্বারা সার্ভিস চার্জ অপরিবর্তিত রেখে যতটুকু কিস্তি আদায় করা যায় সে পরিমাণ আদায় সাপেক্ষে ঋণের অবশিষ্ট অংশ তার প্রাপ্য আনুতোষিক হতে আদায় করা হবে ;

(২) যদি আনুতোষিক এবং প্রাপ্য পারিবারিক পেনশন দ্বারা সম্পূর্ণ ঋণ আদায় নিশ্চিত না হয়, তাহলে তার উত্তরাধিকারীর নিকট হতে সার্ভিস চার্জ অপরিবর্তিত রেখে অপরিশোধিত টাকা আদায়যোগ্য হবে, তবে এক্ষেত্রে হিসাব বিভাগ চাইলে কিস্তির সংখ্যা ও কিস্তির পরিমাণ নতুনভাবে নির্ধারণ করতে পারবে ;

(৩) এ ক্ষেত্রে অপরিশোধিত পাওনা আদায়ের জন্য প্রচলিত নিয়ম পরিপালনযোগ্য হবে।

৭। ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা নির্ধারণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়া:

(ক) গৃহ নির্মাণ ঋণের অর্থ পেট্রোবাংলায় সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের বাজেটে নির্দিষ্ট আর্থিক বরাদ্দ রাখা হবে ;

(খ) পেট্রোবাংলা হতে প্রাপ্ত ঋণের আবেদন গ্রহণ করে যথাযথ প্রক্রিয়া (Due Diligence) অনুসরণপূর্বক বাছাই কার্য সম্পন্ন করবে এবং জ্যেষ্ঠতা অনুসারে ঋণ প্রদান করা হবে। তবে প্রথম বার আবেদনকারীর আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

৮। চুক্তি সম্পাদন:

পেট্রোবাংলা ঋণ গ্রহিতার সাথে একটি চুক্তি সম্পাদনপূর্বক গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করবে।

৯। অস্পষ্টতা দূরীকরণ:

এ নীতিমালা বাস্তবায়নে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে তা সংস্থাপন বিভাগের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা যাবে।"

২.০৩। আলোচ্য বিষয়ে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে বোর্ডকে জানানো হয় যে, সংস্থার গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ/অগ্রীম খাতে বছর-ওয়ারী অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের মধ্যে গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় এণ/অগ্রীম খাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়।

২.০৪। বিষয়টি আলোচনাকালে পরিচালনা বোর্ড উল্লেখ করে যে, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর গৃহ নির্মান ঋণ/অগ্রীম নীতিমালা সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী/হালনাগাদ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সংস্থার অফিস আদেশ নম্বর-২৮.০২.০০০০.০১১.৩৭.০৫৪.২০.১৯; তারিখ:০১/১০/২০২০ খ্রি. এর মাধ্যমে জনাব মহ: নজরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (এফএমডি), পেট্রোবাংলাকে আহ্বায়ক করে ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবিত নীতিমালাটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার পরিচালনা বোর্ডের ২৩/৫/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৪২তম সভায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "পেট্রোবাংলার গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১" শীর্ষক নীতিমালাটি আরও যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পরিচালক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলাকে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট পুনরায় একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক এতদবিষয়ে প্রস্তাবিত নীতিমালাসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত দাখিলকৃত প্রস্তাবিত নীতিমালাটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার পরিচালনা বোর্ডের ২১/৯/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৪৬তম সভায় পুনরায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড, "পেট্রোবাংলার গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১" শীর্ষক নীতিমালাটি আরও যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সংস্থার অফিস আদেশ নং-২৮.০২.০০০০.০১২.১০.০০১.২০(অংশ).৮১১, তারিখঃ২৮/৯/২০২১ খ্রি. দ্বারা পুনরায় বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক এতদবিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বোর্ড লক্ষ করে যে, বোর্ড কমিটি কর্তৃক প্রণীত নতুন এ নীতিমালাটি মূলত কিছু বিষয়ের সংশোধনসহ বিদ্যমান নীতিমালা ও বিভিন্ন সময়ে আনীত সংশোধনীসমূহের সংকলন এবং এ সংকলনটি সরকারি কর্মচারীদের জন্য ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এ বিদ্যমান গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালার ফরম্যাট অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে। পেট্রোবাংলা বোর্ড কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইকৃত এবং প্রণীত "পেট্রোবাংলার গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১" শীর্ষক খসড়া নীতিমালাটি যুগোপযোগী ও যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হওয়ায় পেট্রোবাংলা বোর্ড কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত নীতিমালাটি অনুমোদন প্রদান করা যায় মর্মে পরিচালনা বোর্ড মত প্রকাশ করে এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক (প্রশাসন)-কে পরামর্শ প্রদান করে।

৩.০০। সিদ্ধান্ত:

পরিচালনা বোর্ড, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ নীতিমালা সংশোধনপূর্বক একটি যুগোপযোগী/হালনাগাদ নীতিমালা প্রণয়ণ করার জন্য সংস্থার অফিস আদেশ নং-২৮.০২.০০০০.০১২.১০.০০১.২০(অংশ).৮১১, তারিখঃ ২৮/৯/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে পেট্রোবাংলা বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণীত অনুচ্ছেদ ২.০২ এর "পেট্রোবাংলা-এর গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২১" শীর্ষক খসড়া নীতিমালাটি যুগোপযোগী ও যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত নীতিমালাটি প্রত্যাশা অনুমোদন করে।

২৯/১০/২০২১